গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৪

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/ ১৬৮ তারিখঃ ০২/০৪/২০০৯খ্রিঃ

বিষয় ঃ "নিসর্গ সহায়তা" প্রকল্পের আওতায় "রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্তব্য বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা" অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সুত্র ঃ নং-অম/অবি/এনটিআর-৩/কো-৪৫/১(১০)/২০০৪/(অংশ-২)/১৬; তারিখ-২৯/০৩/২০০৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচেছ যে, "নিসর্গ সহায়তা" প্রকল্পের আওতায় রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্তব্য বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় উল্লেখিত শর্তাবলীর প্রস্তাবে অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। প্রবেশ ফি ও অন্যান্য ফি বাবদ আদায়কৃত সমুদয় অর্থ আঞ্চলিক কার্যালয়সমুহের বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি খাতে অর্থাৎ ১-৪৫৩৩-০০০০-২৬৮১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করতে হবে ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত "নিসর্গ সহায়তা" প্রকল্পের আওতায় "রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্তব্য বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা"টি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ৮ (আট) পাতা।

০২/০৪/০৯

(মোঃ সাইফুর রহমান)
সহকারী প্রধান
ফোন ঃ ৭১৭৪৯৯৬

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বন ভবন,
আগার গাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। প্রকল্প পরিচালক, নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগার গাঁও, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

EF

DISTRIBUTION
Action: Bobl/Ram
Copies: SIK/Utpal
File: Chrono/FD/MoEF
Date: 06/04/09

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

ফেব্রুয়ারী ২০০৯

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	৩
২.০	রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা----------------------------	৪
৩.০	নির্দেশিকার উদ্দেশ্য--	৪
৪.০	নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন--	৪
৫.০	নির্দেশিকার প্রয়োগ--	৪
৬.০	রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের ৫০% অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা --------------------------------------	৪
৬.১	সংজ্ঞা---	৪
৬.২	রাজস্ব আদায় --	৬
৬.২.১	ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া---	৬
৬.৩	রাজস্ব জমা --	৬
৬.৪	অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ ---	৭
৬.৪.১	বাজেট প্রাক্কলন--	৭
৬.৪.২	বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন ---	৭
৬.৫	অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র--	৮
৬.৬	অনুদান ব্যয়ের অডিট বা নিরীক্ষা ---	৮
পরিশিষ্ট "ক"	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের গেজেট নোটিফিকেশন-------	৯
পরিশিষ্ট "খ"	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফি আদায়ের অনুমোদিত হার----------------------------------	১২
পরিশিষ্ট "গ"	অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নে বরাদ্দ প্রদানের অনুমতিপত্র---	১৪

২৭/০৩/০৭
[illegible]
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ভূমিকা

বন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রক্ষিত এলাকা (Protected Area) সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করণের বিষয়টি সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। কেননা রক্ষিত এলাকার উন্নত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীদাররাই হলো মূল উপাদান। ১৯৯৩ ও ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় World Parks Congress এ দক্ষিণ এশিয়া ও **এতদঞ্চলের অভিজ্ঞতার** আলোকে রক্ষিত বনাঞ্চলের **ভিতরে** এবং **বাইরে** বসবাসকারী জনগোষ্ঠী **রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা** সমীচিন বলে একমত প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ বন বিভাগ বর্তমান বাস্তবতা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও স্থানীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে (Local Stakeholders) সম্পৃক্ত করার প্রয়াস নিয়েছে। এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও USAID এর আর্থিক সহায়তায় নিসর্গ সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯ পর্যন্ত) গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পভুক্ত রক্ষিত এলাকাগুলো হলো ঃ (ক) লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মৌলভিবাজার; (খ) রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, হবিগঞ্জ; (গ) সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, হবিগঞ্জ; (ঘ) চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চট্টগ্রাম এবং (ঙ) টেকনাফ গেইম রিজার্ভ, কক্সবাজার। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো: সহ-ব্যবস্থাপনার (Co-management) মাধ্যমে বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। মূল উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আটটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুটি হলো (ক) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বন বিভাগ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল প্রণয়ন ও (খ) রক্ষিত এলাকার ভিতরে এবং আশেপাশে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য বিকল্প আয়বর্দ্ধন/বর্দ্ধক সুবিধাদি সৃষ্টি।

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন মূলে আটটি (০৮) সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আটটি (০৮) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। প্রজ্ঞাপনটি ১০ আগষ্ট ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। প্রকল্পের আওতায় রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২০০৬ সাল হতে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন পাহাড়াসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। রক্ষিত এলাকা ভ্রমণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণ অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থ উপার্জনের একটি দিক উন্মোচিত হয়। রক্ষিত এলাকার প্রকৃতি ভ্রমণ কার্যক্রম হতে উপার্জিত অর্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জনপদের কল্যানে ও উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। এ কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি টেকসই ও চলমান রাখতে সহায়ক হবে।

রক্ষিত এলাকা হতে অর্জিত অর্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া উল্লেখ করত: "রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা" শীর্ষক এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতাধীন বাংলাদেশের সকল রক্ষিত এলাকায় এ নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে।

২.০ রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে শুধুমাত্র রক্ষণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রেখে সহ-ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা ও তাদের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে রাজস্ব বন্টন ও বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রক্ষিত এলাকা হতে উপার্জিত আয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করা হলে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বন রক্ষায় অধিকতর সময় দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বন রক্ষায় তারা আরো সচেতন হবে এবং বন রক্ষায় অধিক মাত্রায় শ্রম প্রদান করবে। এছাড়া রক্ষিত এলাকা হতে উপার্জিত আয় রক্ষিত এলাকা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয়ের পদ্ধতি প্রচলিত হলে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

বরাদ্দকৃত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে যাদ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে নিয়মিত সম্পৃক্ত রাখবে।

৩.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

নির্দেশিকাটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আদায় ও অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ ও বন্টনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও পদক্ষেপগুলো সহজে কার্যকর করার দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

ক) রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায়;
খ) অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমাদান;
গ) অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ; এবং
ঘ) অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা।

৪.০ নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন

বিদ্যমান তথ্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩.০ তে বর্ণিত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় (সাধারণত প্রতি দুই বছর অন্তর) পরিবর্তন ও পুনসংযোজনের লক্ষ্যে নির্দেশিকাটি পুনরায় পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

৫.০ নির্দেশিকার প্রয়োগ

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতাধীন বাংলাদেশের বিদ্যমান সকল রক্ষিত এলাকা ও ভবিষ্যতে ঘোষিতব্য (বিজ্ঞপিতব্য) রক্ষিত এলাকায় এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৬.০ রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

৬.১ সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না হলে:

(ক) "রক্ষিত এলাকা" বলতে বন বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ এ উল্লিখিত জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও গেইম রিজার্ভ অথবা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক এরূপ ঘোষিত কোন রক্ষিত এলাকাকে বুঝাবে।

(খ) "সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল" বা "পরিষদ" বলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনের (পরিশিষ্ট "ক") আলোকে গঠনকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে বুঝাবে।

(গ) "সিএমসি" বা "সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠনকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বুঝাবে।

সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(ঘ) "সিএমসি চেয়ারম্যান" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানকে (যিনি সিএমসি সদস্যদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত) বুঝাবে।

(ঙ) "সদস্য সচিব" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবকে (যিনি সিএমসি সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক / রেঞ্জ কর্মকর্তা) বুঝাবে।

(চ) "হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা" বা "এএও" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বুঝাবে।

(ছ) "টিকেট কাউন্টার সহকারী" ও "সুপারভাইজার" বলতে সিএমসি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।

(জ) "তহবিল" বলতে সিএমসি কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত বা সিএমসির অনুকূলে প্রাপ্ত (সরকারী/বেসরকারী সংস্থা, জাতীয়/আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা কর্তৃক) দান বা অনুদানকে বুঝাবে।

(ঝ) "সিএমসি ব্যাংক একাউন্ট" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এ উল্লিখিত তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবকে বুঝাবে।

(ঞ) "ফি" বলতে রক্ষিত এলাকা হতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে অনুমোদিত অথবা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত নির্ধারিত হারে মাথাপিছু প্রবেশ পত্রের মূল্য, যানবাহন পার্কিং মূল্য, নাটক বা সিনেমার সুটিং স্পট ব্যবহার বাবদ ভাড়ার মূল্য ও পিকনিক স্পট ভাড়ার মূল্যকে বুঝাবে।

(ট) "প্রবেশ পত্র" বা "রশিদ" বলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুমোদিত অথবা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত এবং বিজি প্রেস/সংরক্ষিতভাবে মুদ্রিত তিন অংশ বিশিষ্ট রশিদকে বুঝাবে।

(ঠ) "রাজস্ব" বলতে নির্ধারিত ফি/প্রবেশ পত্রের বিনিময়ে রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত অর্থকে বুঝাবে।

(ড) "অনুদান" বলতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরী এর উপ কোড ৫৯৬৫-বিশেষ অনুদান এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থকে বুঝাবে।

(ঢ) "বরাদ্দ ও বন্টন" বলতে রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে বন বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ এবং বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সিএমসি এর অনুকূলে বরাদ্দ ও বন্টনকে বুঝাবে।

(ণ) "স্থানীয় জনগোষ্ঠী" বা "স্থানীয় কমিউনিটি" বলতে রক্ষিত এলাকার ভিতরে অথবা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণকে বুঝাবে।

৬.২ রাজস্ব আদায়

সংশ্লিষ্ট সিএমসি দ্বারা রক্ষিত এলাকা হতে প্রবেশ পত্রের বিনিময়ে ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হবে।

৬.২.১ ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া

নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণপূর্বক ফি সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ করা হবেঃ

(ক) প্রধান বন সংরক্ষক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান/নির্দেশনা পত্র দিয়ে রক্ষিত এলাকা হতে ফি সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য একটি পরিপত্র জারী করবেন;

(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সিএমসিএর চেয়ারম্যান/সদস্য সচিবকে পত্র জারীর মাধ্যমে ফি আদায়, সংরক্ষণ ও আদায়কৃত ফি রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানোর জন্য নির্দেশনা পত্র প্রদান করবেন;

(গ) রক্ষিত এলাকা হতে ফি আদায়ের জন্য মুদ্রিত তিন অংশ বিশিষ্ট রশিদ বা প্রবেশ পত্র বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মজুদ এবং মজুদকৃত প্রবেশ পত্রের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে;

(ঘ) পুনরায় প্রবেশ পত্র মুদ্রণের সময় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মজুদকৃত প্রবেশ পত্রের সংখ্যা উল্লেখ করে প্রধান বন সংরক্ষকের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) সিএমসি কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক সিএমসির সভাপতি/সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে;

(চ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও সিএমসি কার্যালয়ে মজুদকৃত ও ব্যবহৃত প্রবেশ পত্রের পরিসংখ্যান উভয় কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিষ্ট্রারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করতঃ হালনাগাদ রাখতে হবে;

(ছ) তিন অংশ বিশিষ্ট প্রবেশ পত্রের একটি অংশ বইয়ের সাথে টিকেট কাউন্টার সহকারীর নিকট থাকবে। ভ্রমণকারী দুই অংশযুক্ত রশিদ পাবেন যার একটি অংশ রক্ষিত এলাকার প্রবেশমুখে/পার্কিং এরিয়াতে/নাটক বা সিনেমার সুটিং স্পটে/পিকনিক স্পটে দায়িত্বপালনরত সুপারভাইজার গ্রহণ করবেন এবং আর একটি অংশ ভ্রমণকারী তার সাথে রাখবেন;

(জ) টিকেট কাউন্টার সহকারী ব্যবহৃত রশিদ গুলির ক্রল এর প্রতিলিপি তৈরী করে দৈনিক ভিত্তিতে যাঁচাই এবং সনদপ্রাপ্তির জন্য আদায়কৃত অর্থসহ এএও এর নিকট দাখিল করবেন এবং এএও উক্ত অর্থ ঐ দিন/পরের দিন রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট জমা দিয়ে স্বাক্ষরিত ক্রলের প্রতিলিপি বুঝে নিবেন; এবং

(ঝ) রেঞ্জ কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত ক্রল প্রাপ্তি সাপেক্ষে এএও দৈনিক সংগৃহীত ফি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করতঃ দৈনিক স্বাক্ষর করবেন এবং প্রতি মাসের হিসাব মেলানো শেষে রেঞ্জ কর্মকর্তা প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ব্যবহৃত ফি সংগ্রহের রশিদ মুরি বই এবং ক্রলগুলো এএও সংরক্ষণ করবেন।

৬.৩ রাজস্ব জমা

রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত অর্থ সরকারী রাজস্ব হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকতা/রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে। রাজস্ব জমার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) সিএমসি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ/ফি সরকারী রশিদ প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা রাখা এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তার তা চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় নির্দিষ্ট কোডে জমাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সিএমসির নিকট হতে প্রাপ্তি এবং ব্যাংকে জমাদানের সমস্ত রেকর্ড বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৃথক রেজিষ্ট্রারে প্রচলিত নিয়মে লিপিবদ্ধ করা এবং প্রতি মাসের হিসাবে তা হিসাবভূক্ত করা;

(গ) সিএমসি এর এএও কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের মাস ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করে সিএমসি এর পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা; এবং

(ঘ) প্রতি মাসের রাজস্ব আদায় এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে রাজস্ব জমার রেকর্ড যাচাই করতঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক সমন্বয় সাধন করা।

৬.৪ অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ

রক্ষিত এলাকার পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণ বা পর্যটন এর মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের নিকট হতে যে রাজস্ব অর্জিত হবে তার শতকরা ৫০ ভাগের সমপরিমান অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

-৩৪০-

৬.৪.১ বাজেট প্রাক্কলন

সংশ্লিষ্ট সিএমসি এর নিকট হতে প্রস্তাবিত বাজেট পাওয়ার পর তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় যাচাই করতঃ উক্ত কার্যালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় রাজস্ব খাতের অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরী এর উপ কোড ৫৯৬০-বিশেষ অনুদান এ অর্ন্তভুক্ত করে প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। উক্ত প্রস্তাবিত বাজেট বন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাতের বাজেট প্রাক্কলনে প্রতিফলিত করে অনুমোদনের জন্য যথাযথ নিয়মে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সিএমসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) রাজস্ব আদায় কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার প্রথম বছর ও দ্বিতীয় বছরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকায় পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় দর্শনার্থীর সংখ্যা (যদি থাকে) ও অনুমোদিত ফি এর গড় অথবা অনুমানের উপর ভিত্তি করে আনুমানিক রাজস্ব হিসাব করে তার শতকরা ৫০ ভাগ অর্থের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা;

(খ) তৃতীয় বছর ও পরবর্তী বছর হতে দুই বছর পূর্বের অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের সময় সর্বশেষ বৎসর প্রাপ্ত রাজস্বের ৫০% এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও পরিষদের সাথে পরামর্শ করে সিএমসি কর্তৃক প্রতি বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা; এবং

(ঘ) প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ (বাস্তব / আর্থিক) স্পষ্ট করে উল্লেখ করা।

৬.৪.২ বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন

প্রচলিত নিয়মানুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন বিভাগের অনুকূলে অনুন্নয়ন বাজেটে বিশেষ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বন বিভাগ কর্তৃক সিএমসি এর অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) প্রধান বন সংরক্ষক কার্যালয় হতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তা সিএমসিকে বরাদ্দ ও বন্টন প্রদান করবেন;

(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বাজেট ধারক। তিনি সিএমসিকে অর্থ বরাদ্দ করে বরাদ্দ প্রদানের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষককে প্রেরণ করবেন;

(গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সিএমসির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের আদেশ জারীর সময় সংশ্লিষ্ট সিএমসির নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন;

(ঘ) সিএমসি এর অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের আদেশ জারীর ক্ষেত্রে সিএমসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লিখিত কর্মকান্ড যথাযথভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(ঙ) সিএমসি কর্তৃক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অনুদান এর অর্থ ক্রসড চেকের মাধ্যমে একবারে অথবা কিস্তিতে সিএমসির অনুকূলে প্রদান করবেন;

(চ) অনুদানের অর্থ সিএমসির ব্যাংক হিসেবে/তহবিলে সংগৃহীত হওয়ার পর সিএমসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন ও সিএমসির কার্যপরিধি বা নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করবেন;

(ছ) অনুদান বরাদ্দের আদেশ জারীর পত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সিএমসি কর্তৃক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও স্টেটমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারসহ সংশ্লিষ্ট ভাউচারের অনুলিপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতি মাসে এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টের অনুলিপি প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিত প্রেরণ করবেন; এবং

(জ) সিএমসি কার্যালয় হতে প্রাপ্ত স্টেটমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারসহ সংশ্লিষ্ট ভাউচারের অনুলিপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

২৯/০৩/১৭
সাঈদা আফরোজ
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬.৫ অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র

বন বিভাগের মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান সিএমসি কর্তৃক ব্যবহার করা হবে। রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালন, রক্ষিত এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন এবং রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ডে অনুদান ব্যবহার করা হবে।

৬.৬ অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে (পরিশিষ্ট "ক") সিএমসির কার্যপরিধিতে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা সিএমসি কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় নিয়মিত পরিদর্শনকালীন সিএমসি সংশ্লিষ্ট বিশেষ অনুদান বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিদর্শনও করা যাবে। এক্ষেত্রে চাহিদানুসারে সংশ্লিষ্ট সকল প্রমাণ সিএমসি কার্যালয় কর্তৃক বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।